ইত্তেফাক

তারিখ ০৭ ফেব্রু ২০১৭ পৃষ্ঠা ১০

স্কুল ভেঙে ফেলেছে সন্ত্রাসীরা : দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অনিশ্চয়তায়

দুর্বৃত্ত প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর দুর্বৃত্তরা কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী ৬নং রাজপাড়া-চান্দখালী সরকারি প্রাইমারি স্কুলের টিনশেড ভবনটি ভেঙে আসবাবপত্রসহ নিয়ে যাওয়ায় ২ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ভবন ও আসবাবপত্র লুট ও শূন্য জায়গা পড়ে থাকায় প্রতিষ্ঠানটির সব শিক্ষাকার্যক্রম স্থগিত করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ৫ ফেব্রুয়ারি সকালে উপজেলার পায়রা নদীর তীরবর্তী পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের দুর্গম প্রত্যন্ত রাজপাড়া-চান্দখালী এলাকায় স্কুল ভবন ভেঙে নেয়ার ঘটনাটি ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ৫ ফেব্রুয়ারি সকালে পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার দেড় শতাধিক লোক ধারালো অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ৩-৪টি ট্রলার যোগে এসে রাজপাড়া-চান্দখালী সরকারি প্রাইমারি স্কুলে হামলা চালিয়ে শিক্ষকদের জিম্মি করে টিনশেড ভবনটি ভেঙে ফেলে এবং টিনের ছাউনি, কাঠ ও আসবাবপত্রগুলো মুহূর্তের মধ্যে লুট করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও ছাত্র-অভিভাবক প্রায়বাসী এলাকা এলেও অস্ত্র-শস্ত্রের মুখে কাছ ঘেঁষতে সাহসের মতো দাঁড়িয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শফিকুর আহমেদ, শিক্ষা কর্মকর্তা বখতিয়ার হোসেনসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ঘটনায় ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নাসির কাজী বাদী হয়ে ২৯ জনের নামোল্লেখ করে অজ্ঞাত মোট ১৫০ জনের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আদালতে একটি মামলা করেন। অভিযোগটি তদন্ত করে নিয়মিত মামলা রুজু করতে দুর্বৃত্তির ওসিকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্বৃত্তি থানার ওসি সার ইনচার্জ জিএম শাহনেওয়াজ বাবলার সত্যতা স্বীকার করেছেন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বখতিয়ার হোসেন জানান, কর্তৃপক্ষের কোন রকম পূর্বানুমতি ছাড়া এলাকাবাসী সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলতে পারে না। বেআইনি কার্যকলাপে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিদ্যালয়টির অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ভূপেন্দ্র কিন নক্করুল জানান, নদী ভাঙনের কারণে পড়ায় ২০১০ সালের ২৪ জানুয়ারি স্কুলটি স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্তানুসারে স্থানীয় সাবেক কাউন্সিলর ৫ জন দাতা ৩৩ শতাংশ জমির দলিল সম্পাদন করে দেন। এতে আজন ও মোল্লা গ্রুপের লোকজন বিরোধিতা করে। দু'গ্রুপের দলাদলির কারণে টেন্ডারকৃত ৫১ লাখ ৮৬ হাজার টাকার মাইক্রোন সেন্টার নির্মাণকাজও বন্ধ রয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি সকালে আজন গ্রুপের সশস্ত্র লোকজন এসে বিদ্যালয়টি ভেঙে সব মালামাল তাদের দখলে নিয়ে নেয়। বর্তমানে স্কুল ভবনের জায়গা শূন্য পড়ে রয়েছে। এতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীর পাঠদান বন্ধ হয়ে গেছে। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আঃ রশিদ গাজী অভিযোগ করে বলেন, বেআইনি প্রক্রিয়ায় লাঠিয়াল বাহিনী ও সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নিয়ে আজন-মোল্লা সম্প্রদায়ের দেড় শতাধিক লোক প্রকাশ্য দিবালোকে স্কুল ভবনটি ভেঙে নিয়ে যায়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শফিকুর আহমেদ শিক্ষা কার্যক্রম কোন ক্রমেই বন্ধ করা যাবে না জানিয়ে বলেন, ঘটনার কিছে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের জন্য জরুরি বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে।

> ভবন ও আসবাবপত্র লুট ও শূন্য জায়গা পড়ে থাকায় প্রতিষ্ঠানটির সব শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ

স্কুল ভবন ভেঙে ফেলার পর রাজপাড়া-চান্দখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির শূন্য ভিটি পড়ে রয়েছে

ইত্তেফাক